মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলার জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, উদ্যানপালন, কৃষি এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প **(MSME)** সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প বিষয়ে জেলা-স্তরের সচেতনতামূলক কর্মশালা
তারিখ: ৩১.০৭.২০২৬ সময়: সকাল ১০:৩০টা
স্থান: রবীন্দ্র সদন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

১. কৃষি ও কৃষি পরিকাঠামো তহবিল **(AIF)** প্রকল্পসমূহ, **Presented by: Dr. Utpal Mandal, Deputy Director of Aagriculture (Admn.),Murshidabad.**

কৃষি পরিকাঠামো তহবিল (AIF) হলো ভারত সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, যার উদ্দেশ্য কৃষি কোম্পানিগুলোর অবকাঠামোর উন্নয়ন করা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষক, কৃষক উৎপাদক সংগঠন (FPO), সমবায় সমিতি, কৃষি উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপ স্বল্প সুদে ঋণ পেতে পারেন। এই ঋণ ব্যবহার করে কোল্ড স্টোরেজ, গুদামঘর, প্যাকহাউস, রাইপেনিং চেম্বার, প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র এবং কৃষি লজিস্টিকস গড়ে তোলা যায়। AIF-এর মাধ্যমে ব্যাংক ঋণের উপর সুদে ভর্তুকি এবং ক্রেডিট গ্যারান্টির সুবিধা দেওয়া হয়। এর ফলে কৃষকের আর্থিক চাপ কমে। উন্নত অবকাঠামো গড়ে ওঠায় ফসলের অপচয় কম হয় এবং কৃষিপণ্যের গুণগত মান বজায় থাকে। কৃষকরা সঠিক সময়ে পণ্য বাজারজাত করতে পারেন এবং ভালো দাম পান। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য উন্নত মানের কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত হয়। এই প্রকল্প কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক।

২. **MSME (ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প)** প্রকল্পসমূহ **Presented by: Mr. Puspendu Mallick, GM, DIC., Murshidabad**

MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) দেশের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে। উদ্যোক্তারা "উদ্যম" নথিভুক্ত করণের মাধ্যমে MSME হিসেবে নিবন্ধন করতে পারেন। নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ, ভর্তুকি এবং বিভিন্ন সরকারি সুবিধা পায়। CGTMSE প্রকল্পের মাধ্যমে জামানত ছাড়াই ঋণ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া প্রযুক্তি উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, মান নিয়ন্ত্রণ এবং বাজার সম্প্রসারণের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নারী ও যুব উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থাও রয়েছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, উদ্যানপালন, হস্তশিল্প ও অন্যান্য কৃষিভিত্তিক শিল্প MSME-এর আওতায় গড়ে তোলা যায়। MSME দেশের শিল্পায়ন, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. জাতীয় উদ্যানপালন বোর্ড **(NHB)** প্রকল্পসমূহ **Presented by: Dr. Tapan Kr Giri, Deputy Director, NHB.**

জাতীয় উদ্যানপালন বোর্ড (NHB) হলো ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা, যা উদ্যানপালন খাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করে। এর মূল উদ্দেশ্য ফল, ফুল, মসলা, ঔষধি গাছ এবং সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি করা। NHB-এর মাধ্যমে উচ্চমূল্যের ফল ও উদ্যান ফসলের বাণিজ্যিক চাষে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। কোল্ড স্টোরেজ, প্যাকহাউস, রাইপেনিং চেম্বার এবং কোল্ড চেইন অবকাঠামো নির্মাণে ভর্তুকি প্রদান করা হয়। উন্নত গুণমানের নার্সারি স্থাপন ও উন্নত চারা উৎপাদনেও সহায়তা দেওয়া হয়। ফসল-পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে কৃষকের আয় বাড়ানো NHB-এর অন্যতম লক্ষ্য। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং বাজার সংযোগ উন্নয়নেও NHB গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ রয়েছে। উদ্যানজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতেও NHB সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সামগ্রিকভাবে NHB দেশের উদ্যানপালন খাতের টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৪.PMFME (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises) & PMKSY (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana): Mr. Sandip Saha, State Project Manager, Kolkata

PMFME হলো কেন্দ্র সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, যা ২০২০ সালে আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের অংশ হিসেবে চালু করা হয়। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে সংগঠিত, আধুনিক এবং প্রতিযোগিতামূলক করে তোলা।

এই প্রকল্পের আওতায় ব্যক্তি উদ্যোক্তা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG), কৃষক উৎপাদক সংগঠন (FPO), সমবায় সমিতি এবং ক্ষুদ্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা পেতে পারে। যোগ্য উদ্যোক্তারা প্রকল্প ব্যয়ের ৩৫% পর্যন্ত ক্রেডিট-লিঙ্কড মূলধনী ভর্তুকি (সর্বোচ্চ ₹১০ লক্ষ) লাভ করতে পারেন। এছাড়া প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ণ, আধুনিক যন্ত্রপাতি, মান নিয়ন্ত্রণ, FSSAI লাইসেন্স, ব্র্যান্ডিং, প্যাকেজিং ও বিপণনে সহায়তা প্রদান করা হয়।

PMFME-র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো One District One Product (ODOP) । প্রতিটি জেলার বিশেষ কৃষিপণ্যকে কেন্দ্র করে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে স্থানীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য।

PMKSY হলো কেন্দ্র সরকারের একটি সমন্বিত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, যার উদ্দেশ্য কৃষি থেকে বাজার পর্যন্ত একটি শক্তিশালী মূল্য শৃঙ্খল (Value Chain) গড়ে তোলা। এর মাধ্যমে কৃষিপণ্যের অপচয় কমানো, সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য সংযোজন নিশ্চিত করা হয়।

এই প্রকল্পের আওতায় মেগা ফুড পার্ক, ইন্টিগ্রেটেড কোল্ড চেইন, অ্যাগ্রো-প্রসেসিং ক্লাস্টার, ফুড প্রসেসিং ইউনিট, খাদ্য সংরক্ষণাগার, ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরি এবং ব্যাকওয়ার্ড-ফরওয়ার্ড লিংকেজ তৈরির জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এর ফলে কৃষিপণ্য দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়, বাজারে সহজে পৌঁছানো যায় এবং কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পান।

PMKSY প্রকল্পের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সম্প্রসারণ, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই প্রকল্প কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের মধ্যে একটি শক্তিশালী সংযোগ স্থাপন করে এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫. যেকোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যাংক-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র **Presented by: Mr. Fajal Mamud, LDM, Murshidabad**

যেকোনো শিল্প স্থাপনের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে নির্দিষ্ট কিছু নথিপত্র জমা দিতে হয়। আবেদনকারীর আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং পরিচয়পত্র প্রয়োজন হয়। ঠিকানার প্রমাণ হিসেবে ভোটার কার্ড, বিদ্যুৎ বিল বা আধার ব্যবহার করা যায়। একটি বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (DPR) জমা দিতে হয়, যেখানে প্রকল্পের ব্যয়, আয় এবং লাভের বিবরণ থাকে। "উদ্যম" নথিভুক্তকরণ এবং GST নথিভুক্তকরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রয়োজন হতে পারে। জমি বা ভবনের মালিকানার কাগজপত্র বা লিজ চুক্তিও জমা দিতে হয়। ব্যাংক স্টেটমেন্ট, আয়কর রিটার্ন এবং আর্থিক বিবরণীও প্রয়োজন হতে পারে। যন্ত্রপাতির কোটেশন ও লাইসেন্স সংক্রান্ত কাগজপত্রও জমা দিতে হয়। সঠিক ও সম্পূর্ণ নথিপত্র জমা দিলে ঋণ অনুমোদনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

৬. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা সচেতনতা **Presented by: Mr. Prosanta Baidik, District Food Safety Inspecting Officer, Murshidabad**

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য FSSAI-এর নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে। উৎপাদন কেন্দ্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। কর্মীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। কাঁচামালের গুণগত মান পরীক্ষা করে ব্যবহার করা উচিত। যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন এলাকা নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে। খাদ্য সংরক্ষণের সময় সঠিক তাপমাত্রা বজায় রাখতে হবে। পোকামাকড় ও ইঁদুর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রতিটি খাদ্যপণ্যে সঠিক লেবেল ও উৎপাদন তথ্য উল্লেখ করা উচিত। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে ভোক্তার আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং বাজারে পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে।

৭. ফল ও সবজির ফসল-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা **(Post-Harvest Management) Presented by: Dr. Uttam Roy, Senior Scientist & Head, KVK, Murshidabad**

ফসল সংগ্রহের পর সঠিক ব্যবস্থাপনাকেই পোস্ট-হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট বলা হয়। সঠিক সময়ে ফসল সংগ্রহ করলে গুণগত মান ভালো থাকে। সংগ্রহের পর ফল ও সবজি বাছাই এবং গ্রেডিং করতে হয়। পরিষ্কার ও মানসম্মত প্যাকেজিং ব্যবহার করলে পরিবহনে ক্ষতি কম হয়। প্রয়োজনে প্রি-কুলিং এবং কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করা

উচিত। পরিবহনের সময় তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ। প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন করা যায়। এর ফলে ফসলের অপচয় কমে এবং সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি পায়। কৃষকরা ভালো দাম পান এবং ভোক্তার কাছে উন্নত মানের পণ্য পৌঁছায়। পোস্ট-হারভেস্ট ব্যবস্থাপনা কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রাকৃতিক কৃষি কেন প্রয়োজন **Presented by: Dr. Sujan Biswas, Senior Scientist & Head , KVK, Sargachi,Murshidabad**

প্রাকৃতিক কৃষিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার খুবই কম বা থাকে না। ফলে উৎপাদিত ফসলে ক্ষতিকর রাসায়নিক অবশিষ্টাংশ থাকে না। এই ধরনের নিরাপদ কাঁচামাল খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। প্রাকৃতিক কৃষি মাটির স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষা করে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত খাদ্যের বাজারে চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে এই ধরনের পণ্যের মূল্যও বেশি। ভোক্তারা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য পেতে আগ্রহী। তাই খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে প্রাকৃতিক কৃষির গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি টেকসই কৃষি ও স্বাস্থ্যকর সমাজ গঠনে সহায়ক।

৯. খাদ্য প্রক্রিয়াজাত পণ্যের প্যাকেজিং প্রযুক্তি **Presented by: Mr. Arobindo Bhattacharya, Guest Lecturer, Indian Institute of Packaging, Kolkata**

প্যাকেজিং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। সঠিক প্যাকেজিং খাদ্যের গুণগত মান ও সতেজতা বজায় রাখে। এটি আর্দ্রতা, বাতাস, আলো ও দূষণ থেকে খাদ্যকে রক্ষা করে। বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজিং প্রযুক্তি যেমন ভ্যাকুয়াম প্যাকিং, Modified Atmosphere Packaging (MAP) এবং রিটর্ট প্যাক ব্যবহার করা হয়। খাদ্য-গ্রেড প্লাস্টিক, কাচ, ধাতু বা কাগজের প্যাকেজ ব্যবহার করা উচিত। প্রতিটি পণ্যের গায়ে উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ, উপাদান এবং FSSAI নম্বর উল্লেখ করতে হবে। আকর্ষণীয় প্যাকেজিং ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে এবং বিক্রি বৃদ্ধি করে। উন্নত প্যাকেজিং খাদ্যের সংরক্ষণকাল বাড়ায় এবং অপচয় কমায়। তাই খাদ্য শিল্পে আধুনিক প্যাকেজিং প্রযুক্তির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

১০. **MIDH** ও **RKVY** প্রকল্পসমূহ **Presented by: Dr. Subhadeep Nath, DHO, Nadia**

Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) হলো উদ্যানপালন উন্নয়নের একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প। এর মাধ্যমে উন্নত চারা, সুরক্ষিত চাষ, ড্রিপ সেচ, প্যাকহাউস এবং অন্যান্য অবকাঠামোর জন্য সহায়তা দেওয়া হয়। Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) কৃষি ও কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এই প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি, ফসলের গুণগত মান উন্নয়ন এবং মূল্য সংযোজনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপনেও সহায়তা করা হয়। কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি এই প্রকল্পগুলোর অন্যতম লক্ষ্য। রাজ্য সরকারের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। উদ্যানপালন ও কৃষির টেকসই উন্নয়নে MIDH ও RKVY অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।